আলো হাতে আঁধার পথে

বই	আলো হাতে আঁধার পথে
মূল	শাইখ খালিদ আর-রাশিদ
অনুবাদ	হাসান মাসরুর

আলো হাতে আঁধার পথে

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

আলো হাতে আঁধার পথে

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জিলকদ ১৪৪১ হিজরি / জুলাই ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ৪০০ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

শাইখ খালিদ আর-রাশিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ—বিগত কয়েক দশকের দাওয়াহর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। সৌদি আরবের পূর্ব-প্রদেশের জনবহুল শহর আল-খোবারে ১৯৭০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নগরীর আর দশটি ছেলের মতো তিনিও বেড়ে ওঠেন মাঠ ও অলিগলিতে ফুটবলের পেছনে ছোটাছুটি করে। মহল্লার মসজিদে হিফজুল কুরআনের হালাকায় বসতেন। শৈশব থেকেই ফুটবলের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ।

তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি বড় সামরিক অফিসার হবেন। তাই ক্রিমিনোলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করার জন্য তিনি আমেরিকা চলে যান। এত কিছুর মাঝেও তিনি ফুটবল ছাড়েননি। পড়াশোনা শেষে তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন এবং ফুটবল খেলতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। টানা ৬৫ দিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরান। এই সময়গুলোতে তিনি জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। ১৪১২ হিজরির পবিত্র মাহে রমাজান ছিল তাঁর জীবনের যুগসন্ধিক্ষণ। রমাজানের মাঝামাঝি সময়ে মায়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় মা তাকে এমন একটি বাক্য বলেন, যা তার জীবনের মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেয়। মা তাকে বলেছিলেন, 'বেটা আমার, তোর আব্বু বলতেন, "আমার পরিবারের কারও মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে, তবে তা খালিদের মাঝেই পাবে।"' পিতার এই একটি কথা সন্তানের চিন্তাজগৎকে লন্ডভন্ড করে দেয়। আঁধারের প্রাচীর পেরিয়ে তিনি ফিরে আসেন আলোকিত জীবনের রাজপথে। তারপর শুধু এগিয়ে চলার গল্প। দ্বীনি ইলম অর্জনে তিনি গভীর মনোনিবেশ করেন। ইলম, ইখলাস ও মুজাহাদা তাঁকে পৌঁছে দেয় নতুন এক উচ্চতায়। তিনি দাওয়াহ ইলাল্লাহকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। দরস, মুহাজারা ও খুতবার মাধ্যমে তিনি খুব দ্রুত আরব তরুণদের মাঝে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তাঁর দরদভরা আওয়াজ, আবেগাপ্লুত ভাষণ আর ইমানদীপ্ত আহ্বান কত আরব যুবককে যে আলোকিত জীবনের সন্ধান দিয়েছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। তাঁর আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মুহূর্তেই নিয়ে যায়

উপলব্ধি-দুনিয়ায়—নাড়া দেয় হৃদয়ের মর্মমূল ধরে। এ যেন কেবল উচ্চারণ নয়, মূর্তিমান অনুভূতির এক অবিরল বর্ষণ। আরব তরুণদের মাঝে শাইখের অনবদ্য দাওয়াহ কর্মসূচি আর অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁকে আরব শাসকদের চক্ষুশূল করে তোলে। ২০০৫ সালে ডেনমার্কের একটি পত্রিকা প্রিয় নবি সা.-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করলে তিনি গর্জে ওঠেন। নবিপ্রেমে উদ্বেলিত শাইখের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় কালজয়ী এক ভাষণ—ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! এই অপরাধে (!) সৌদি জালিম শাসকগোষ্ঠী তাঁকে গ্রেফতার করে। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি সৌদি আরবের জিন্দানখানায় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করে সংগ্রহ করছেন অনন্ত জীবনের সোনালি পাথেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় শাইখের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন (আমিন)।

সূচিপত্র

- সময়ের মূল্যায়নে মানুষের অবস্থা ০৯
- আদি-অন্ত ৪৫
- আমি আপনাদের একটি উপদেশ দিচ্ছি ৯৭
- কবরের পরীক্ষা ১৩৭
- কবরই সর্বোত্তম উপদেশ ১৫১
- একটু দাঁড়াও ১৭৫
- অনুধাবন করার মতো অন্তর আছে যার ২১৩
- কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ২৬৩
- জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী ২৯৩
- জান্নাত ডাকছে তোমায় ৩৫১

সময়ের মূল্যায়নে মানুষের অবস্থা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ তাআলা সময়ের নামে শপথ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, وَالْعَصْرِ (সময়ের শপথ), وَالضُّحَى (পূর্বাহ্নের শপথ), وَاللَّيْلِ (রাতের শপথ), وَالْفَجْرِ (প্রভাতের শপথ)। এগুলো থেকে আমরা সময়ের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝতে পারি। বুঝতে পারি আখিরাতের কাজে সময় ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা। কারণ, মানুষের মূলধন হলো তার জীবন। আর এ কারণেই মুসলিম নারী-পুরুষ সবারই সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া এবং এ ব্যাপারে অবহেলা না করা আবশ্যক। সময়কে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে। মন্দ ও হারামে কাজে কিছুতেই সময় ব্যয় করা যাবে না। সালাফগণ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের কাজে সময় ব্যবহারের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল ছিলেন।

আল্লাহর আনুগত্যে জীবন ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের নফসের অকল্যাণ এবং আমাদের মন্দ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তাকে হিদায়াত দানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسلِمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'[১]

১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً

'হে মানব-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, অতঃপর সেই দুজন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২]

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيداً - يُصلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَيَغْفِرْ لِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করল।'[৩]

'সর্বাধিক সত্য বাণী হলো আল্লাহ তাআলার বাণী এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশনা হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশনা। সবচেয়ে মন্দ বিষয় হলো নব আবিষ্কৃত বিষয়, আর প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি এবং প্রত্যেক গোমরাহি জাহান্নামের কারণ।'

আল্লাহ তাআলা আমাদের যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তা সবারই জানা বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।
৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আর আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি।'[৪]

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

'আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দেবে।'[৫]

সুতরাং মূল লক্ষ্য হলো, বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। হে আদম-সন্তান, আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তুমি খেল-তামাশায় মত্ত হয়ো না। আমি তোমার রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছি, সুতরাং তুমি ক্লান্ত হয়ো না। বান্দা বা উম্মাহ জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানলে তার জীবন সার্থক হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন জীবনের কোনো অর্থ নেই। কিয়ামতের দিন মানুষ তার ইমান ও নেক আমলের পরিমাণ অনুযায়ী মূল্যায়িত হবে। সুতরাং জীবন হলো নেক ও সৎ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির একটি সুযোগ। এই উম্মতের বয়স কম হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে সাওয়াব ও প্রতিদান দেবেন দ্বিগুণ। এই উম্মাহকে বিধান দেওয়া হয়েছে সহজ সরল, কিন্তু প্রতিদান দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি। একটি নেক কাজে দশটি নেকি। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে আরও বাড়িয়ে দেবেন। আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ বলেছেন :

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

'আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তরের মাঝে। আর এই সময়কে ডিঙিয়ে যাওয়ার মতো লোক খুব কম।'[৬]

---

৪. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৬।

৫. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৭।

৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৫০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৩৬। আলবানি ﷺ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

আমরা ধরে নিলাম যে, আমাদের কারও বয়স ৬০ বছর। আমরা যদি প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে ঘুমাই, তাহলে ২০ বছর সময় কাটে ঘুমে ঘুমে। বালিগ হওয়ার পূর্বে চলে যায় ১৫ বছর। দুই বছর বা তিন বছর কেটে যায় খাওয়া-দাওয়া এবং জরুরত সারার কাজে। আর বাকি থাকে ২৩ বছর। যদি এই ২৩ বছরকে যথাযথ কাজে ব্যবহার না করি, তাহলে শেষ বয়স আর কতটুকু থাকবে? মানুষ তার পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জন আর পার্থিব স্বার্থের প্রতি উৎসুক। চাকরিজীবী প্রত্যেক নারী-পুরুষ নিজের মাসিক আয় বৃদ্ধির প্রতি আগ্রহী। এখানে দোষের কিছু নেই। কিন্তু দোষ হলো, নেক কাজ ও নেকের পুঁজি বৃদ্ধি করা ছাড়াই জীবন কাটিয়ে দেওয়াতে। আবু বাকরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'জনৈক লোক বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ) "যে দীর্ঘ জীবন পেয়ে নেক কাজ বেশি করেছে।"'[৭]

হাসান ﷺ বলেন, 'একদল লোককে দুনিয়া ধোঁকা দিয়েছে। ফলে তারা কোনো নেকের পুঁজি ছাড়াই এখান থেকে বের হয়েছে। তারা বলে, "আমরা আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখি।" কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছে। যদি তারা সুধারণা রাখত, তাহলে নেক কাজ করত।' আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

'বলুন, "আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?"'[৮]

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

'তারাই সেসব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।'[৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৯। আলবানি ﷺ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
৮. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১০৩।
৯. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১০৪।

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই, অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী।'[১০]

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

'শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।'[১১]

প্রিয় ভাই, মানবজাতির সরদার রাসুল ﷺ-এর পঠিত এই সুন্দর দুআটির প্রতি লক্ষ করুন। মুআজ বিন জাবাল ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ দুআ করে বলতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণকর কাজ করার তাওফিক চাই, খারাপ কাজ ছেড়ে দেওয়ার তাওফিক চাই। দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা এবং আপনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন এবং দয়া করেন, তাও প্রার্থনা করছি। আর যখন আপনি কোনো কওমকে ফিতনায় নিপতিত করতে চান, তখন আমাকে ফিতনায় নিপতিত না করে মৃত্যু দেবেন। আমি প্রার্থনা করি আপনার ভালোবাসা এবং আপনাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং এমন আমলের ভালোবাসা, যা আমাকে আপনার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেবে।'

রাসুল ﷺ বলেন, 'এটি (স্বপ্নটি) অবশ্যই সত্য। সুতরাং তা (দুআটি) পড়ো, তারপর তা শিখে নাও।'[১২] অর্থাৎ তা শিখে মুখস্থ করে নাও। প্রিয় ভাই, এই দুআটি নিয়ে চিন্তা করুন। এই দুআতে ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ

---

১০. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৩৬।

১১. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৩৭।

১২. মুসনাদু আহমাদ : ২২১০৯, সুনানুত তিরমিজি : ৩২৩৫, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৯৩২।

পরিত্যাগের তাওফিক চাওয়া হয়েছে। যখন জীবন ক্ষতি, ফিতনা এবং মন্দ কাজ বৃদ্ধির কারণ হবে, তখন মৃত্যু প্রার্থনা করা হয়েছে। জীবনের বিশাল এক অর্থ আছে। আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। আর আমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। তাই আল্লাহ তাআলার জন্যই ইবাদত করতে হবে। আমরা সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ নেকি অর্জনের চেষ্টা করব; যেন মৃত্যুর সময় আমরা লজ্জিত না হই—মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার প্রার্থনা না করি। তখন প্রার্থনা করলেও আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

'যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠান।"'[১৩]

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ

'আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কী কাজে আসবে?'[১৪]

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

'সে বলবে, "হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!"'[১৫]

সময়ের ব্যাপারে সালাফের অবস্থা

ইয়াজিদ আর-রাক্কাশি ﵀ নিজের হিসাব গ্রহণ করে বলতেন, 'হে ইয়াজিদ, তোমার মৃত্যুর পর কে তোমার পক্ষ থেকে সালাত আদায় করবে? ইয়াজিদ, তোমার মৃত্যুর পর তোমার পক্ষ থেকে কে রোজা রাখবে? ইয়াজিদ, তোমার মৃত্যুর পর তোমার পক্ষ থেকে কে তোমার রবকে সন্তুষ্ট করবে?' এরপর তিনি

১৩. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৯৯।
১৪. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৩।
১৫. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৪।

কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'হে লোক সকল, তোমরা কি নিজেদের সত্তার ব্যাপারে ক্রন্দন ও বিলাপ করবে না, মৃত্যু যাকে খুঁজছে, কবর যার গৃহ, মাটি যার বিছানা এবং কীট যার সঙ্গী? এত কিছু সত্ত্বেও তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে মহাবিপদ দিবসের। তখন তার অবস্থা কেমন হবে?'

হে বোন, যখন কারও সামান্য সম্পদ বা স্বর্ণের হার হারিয়ে যায়, তখন সে কত পেরেশান হয়ে যায়! কিন্তু অনর্থক কাজে তার জীবন ও সময় নষ্ট হয়ে যাওয়াতে তার কোনো পেরেশানি হয় না!

আবু দারদা ﵁ বলতেন, 'প্রত্যেকের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ঘাটতি রয়েছে। আর তা এ কারণে যে, তার কাছে যখন দুনিয়ার সম্পদ অধিক পরিমাণে আসে, তখন সে খুব আনন্দিত হয়; কিন্তু দিবানিশি অবিরতভাবে যে সে নিজ জীবন ধ্বংস করছে, এতে কিন্তু সে মোটেও চিন্তিত নয়। সম্পদ বেড়ে কী লাভ হবে, যখন বয়স কমে যাচ্ছে?'

সিররি ﵀ বলতেন, 'সম্পদের ঘাটতিতে যদি তুমি চিন্তিত হও, তাহলে বয়সের ঘাটতিতে ক্রন্দন করো।'

আবু বকর বিন আইয়াশ ﵀ বলেন, 'যদি তোমাদের কারও একটি দিরহাম হারিয়ে যায়, তাহলে তার পুরো দিন এই বলে কেটে যায় যে, "ইন্নালিল্লাহ, আমার দিরহামটি হারিয়ে গেছে।" কিন্তু সে বলে না যে, "আমার দিনটি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এই দিনটিতে কী করেছি?!"

হে বোন, জেনে রেখো, তোমার জন্মের পর থেকে তোমার জীবনের সময় কমতে শুরু করেছে। সুতরাং বাকি সময়টা নিজের মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য নেকি সঞ্চয়ে কাটিয়ে দাও। যেন তা তোমার উপকারে আসে। উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলেন, 'দিন-রাত তোমার পেছনে কাজ করছে। সুতরাং তুমিও তাতে কাজ করো।'

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'দিন-রাত প্রতিটি নতুনকে পুরাতন করে দেয় এবং প্রতিটি দূরবর্তী জিনিসকে নিকটবর্তী করে দেয় এবং প্রতিটি অঙ্গীকার ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসে।'

ইমাম জুহরি ﷺ বলেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ সকাল হলে নিজের দাড়ি ধরে পড়তেন :

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ

"আপনি ভেবে দেখুন তো, আমি যদি তাদের বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দিই।"[১৬]

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ

"অতঃপর যে বিষয়ে তাদের ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পড়ে।"[১৭]

مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ

"তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কোনো উপকারে আসবে না।"[১৮]

এরপর তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন, "হে প্রতারিত, তোমার দিবস কাটে অমনোযোগিতা ও উদাসীনতায় আর রাত কাটে ঘুমে ঘুমে। ধ্বংস তোমার জন্য অনিবার্য।" সুতরাং তুমি যখন জাগ্রত, তখন বিচক্ষণ জাগ্রত ব্যক্তির মতো নও; আর যখন ঘুমন্ত, তখন সফল ঘুমন্ত ব্যক্তির মতোও নও। কামনাবাসনায় তুমি আনন্দিত এবং ধ্বংসশীল জিনিসে তুমি খুশি, যেমন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা লোক খুশি প্রকাশ করে। তুমি এমন জিনিসের পেছনে দৌড়াচ্ছ, যার পরিণাম দেখে অচিরেই তুমি অপছন্দ করবে। আর এভাবে দুনিয়াতে বসবাস করে চতুষ্পদ জন্তুরা।"

সময়ের সাথে মানুষের শ্রেণিবিন্যাস

এখন আমরা জানব, সময়ের ব্যবহারে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে। সময়ের ব্যবহারে মানুষ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। আল্লাহ এই আয়াতে তা বর্ণনা করে দিয়েছেন :

---

১৬. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২০৫।
১৭. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২০৬।
১৮. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২০৭।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

'অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদের পছন্দ করেছি, তাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কেউ আল্লাহর হুকুমে কল্যাণকর কাজকর্মে অগ্রগামী। এটাই হলো মহা অনুগ্রহ।'[১৯]

প্রথম শ্রেণি : নিজের প্রতি জুলুমকারী

তারা মনে করে জীবন হলো, খেল-তামাশা, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমের নাম। এসব মিসকিনরা জানে না যে, আল্লাহ তাআলা অচিরেই তাদেরকে তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। তারা নিজেদের জীবনকে ব্যয় করেছে ভোগবিলাস, কামনাবাসনা আর মন্দ কাজের প্রবৃদ্ধিতে। তারা ভুলে গেছে বা ভুলে থাকার ভান করেছে আসমান ও জমিনের অধিপতি মহান রবের পর্যবেক্ষণের কথা। যখন গভীর অন্ধকারে তোমার ধারণামতে তুমি একাকিত্ব গ্রহণ করো, আর নফস তোমাকে অবাধ্যতার প্রতি আহ্বান করে, তখন মহান আল্লাহর নজরদারির ব্যাপারে লজ্জাবোধ করো। নফসকে বলো, যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে দেখছেন। এই মিসকিনগুলো আল্লাহ তাআলার দর্শন ও সাক্ষাতের কথা ভুলে গেছে। আমাদের অনেক মেয়েকে দেখবেন, মিউজিক ও গান শুনে। তারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে সুরে সুরে গান গায়। সে ভুলে গেছে যে, সে খাদিজা ﵂-এর উত্তরসূরি, যাকে সালাম পাঠিয়েছেন মহান আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন জান্নাত দান করেছেন, যেখানে কোনো ক্লান্তি বা পরিশ্রম নেই। এই মিসকিন মেয়ে ভুলে গেছে যে, সে আয়িশা বিনতে সিদ্দিক ﵂-এর উত্তরসূরি, যিনি ছিলেন রোজাদার, দানশীল এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারিণী। যিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনাকারিণী এবং উম্মতের আলিম রমণী। এই মিসকিন মেয়ে ভুলে

১৯. সুরা আল-ফাতির, ৩৫ : ৩২।

গেছে যে, সে মুজাহিদা ও আনসারি রমণী উম্মে আম্মারার উত্তরসূরি, নবিজি ﷺ যখন তাকে উহুদ যুদ্ধে তাঁর পক্ষ নিয়ে প্রতিরোধ করতে দেখলেন, তখন বললেন, 'হে উম্মে আম্মারা, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করো এবং আকাঙ্ক্ষা পেশ করো।' তখন তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি জান্নাতে আপনার কাছে থাকার প্রার্থনা করছি।' শোনো হে বোন, এই ছিল তাঁদের কামনাবাসনা এবং তাঁদের প্রার্থনা। বর্তমান মুসলিম মেয়েদের প্রার্থনা আর চাওয়াপাওয়া কী? এসব রমণীদের পথ ছেড়ে সময় ও জীবন নষ্টকারিণীরা আজ কোথায় যাচ্ছে? নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিনষ্টকারী নারীরা আজ কোথায় চলছে? তাঁরা এমন এক বিষয়ে নিজেদের প্রস্তুত করেছেন যদি তুমি তা বুঝতে, তাহলে অশ্রুসাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে।

দ্বিতীয় শ্রেণি : মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী

এরা হলো সে সকল লোক, যারা নিজেদের সময় আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় ব্যয় করে না। বরং তারা সময় ব্যয় করে বৈধ কাজে। তারা ফরজসমূহ আদায় করে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এই শ্রেণির লোকেরা অধিক সময় ঘুমিয়েই কাটায় এবং বেশি বেশি ভ্রমণ ও বিনোদনে বের হয়। তাহলে ইলম শিক্ষা ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সময় গেল কোথায়? ইমাম গাজালি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনের ২৪ ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়, সে তার ৬০ বছর জিন্দেগি থেকে ২০ বছর কাটায় ঘুমে ঘুমে। আর বাকি ৪০ বছরে খেলতামাশা, অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন এবং দিনার ও দিরহামের ব্যস্ততা থাকে। তাহলে জীবনের আর বাকি থাকে কী? পরিতাপের দিন কি বান্দা ও উম্মাহ নিজের নেক আমলের পুঁজি বৃদ্ধির তামান্না করবে না? নবিজি ﷺ-এর আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া সত্ত্বেও কি তিনি পুরো রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন না? এমনকি তাঁর পা মুবারকও ফুলে যেত না? এরপর যখন তাঁকে সতর্ক করা হলো, তখন তিনি বলেছিলেন : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?)'[২০]

২০. সহিহুল বুখারি : ১১৩০, সহিহু মুসলিম : ২৮১৯।